১০০০ টাকা ব্যাংকনোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

① কাগজ ঃ নোটে বিশেষ প্রলেপ যুক্ত উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। কাগজের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে বিক্ষিপ্তভাবে রঙ্গিন ফ্লোরোসেন্ট ফাইবার (Fluorescent Fibre) রয়েছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। কিন্তু অতি বেগুনী (Ultra Violet) আলোয় দেখলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল, নীল ও হলুদ রং-এ দৃশ্যমান হবে।

② ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ ঃ নোটের পিছন দিকে বাম পাশে খাড়াভাবে BANGLADESH BANK লেখা ৮ মিলিমিটার চওড়া একটি হালকা ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ আছে যা তীর্যকভাবে নাড়াচাড়া করলে হালকা হলুদ থেকে হালকা নীল রং ধারণ করবে।

③ রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ নোটের সম্মুখ ভাগে ডান দিকে উপরের অংশে অংকে লেখা '১০০০' রং পরিবর্তনশীল (Optically Variable Ink) কালিতে মুদ্রিত যা সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তীর্যকভাবে তাকালে সবুজ দেখা যাবে।

সম্মুখভাগ

④ রং পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা সুতা ঃ ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি নোটের সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে। পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতার রং পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে উভয় পিঠ হতে সুতাটিতে '১০০০ টাকা' লেখা সংখ্যাটি পড়া যাবে।

⑤ জলছাপ ঃ নোটে প্রচলিত বাঘের মাথার জলছাপের পরিবর্তে শাপলা ফুলের প্রতিকৃতি জলছাপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের 'মনোগ্রাম' ও অংকে '1000' লেখা জলছাপ রয়েছে। 'মনোগ্রাম' ও '1000' লেখা শাপলার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। সকল জলছাপ আলোর বিপরীতে দৃশ্যমান হবে।

পশ্চাৎভাগ

নোটের সাইজঃ ১৬০ X৭২ মিঃ মিঃ

⑥ অসমতল ছাপা ঃ ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে (Intaglio Print) ছাপা হয়েছে যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা খসখসে অনুভূত হবে। নোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে এরূপ ছাপা রয়েছে। যা এই নোটটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

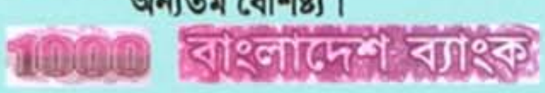

⑦ অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ অন্ধরা যাতে বুঝতে পারে সেজন্য বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা ৫ (পাঁচ) টি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাতের স্পর্শে সহজে উঁচু-নীচু বা খসখসে অনুভূত হবে।

⑧ উভয় পিঠ হতে দেখা যায় এমন ফুলের প্রতিকৃতি ঃ নোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে একই স্থানে 'ফুলের আকৃতি মুদ্রিত আছে। যা উভয় পিঠ হতে একই স্থানে দেখা যাবে।

সম্মুখভাগ

পশ্চাৎভাগ

⑨ অতি ছোট আকারের লেখা (Micro text) ঃ নোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে দৃশ্যমান সরু রেখাটিতে BANGLADESH BANK 1000 TAKA অতি সূক্ষ্ম আকারে বারবার লেখা হয়েছে যা শুধু আতশী কাচ (Magnifying Glass) দ্বারা দেখা যাবে।

⑩ বিশেষভাবে ১০০০ কথাটির মুদ্রণঃ ছোট আকারের BANGLADESH BANK লেখা দিয়ে নোটের পশ্চাৎভাগে বাম দিকে নীচে ও ডান দিকে উপরে '1000' লেখা মুদ্রিত আছে।

⑪ লুকানো ছাপা ঃ এখানে সুপ্ত বা লুকানো ভাবে '১০০০' মুদ্রিত আছে যা স্বাভাবিক আলোয় তীর্যকভাবে তাকালে দেখা যাবে।

⑫ নম্বর ঃ সিরিজ অপরিবর্তিত রেখে নোটের সম্মুখভাগে বামপাশে নীচে ইংরেজী ও ডানপাশে উপরে বাংলা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে কোনো একটি নম্বরে কেহ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোন পরিবর্তন (Tempering) করলে সহজেই ধরা পড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত

১০০০ টাকার নতুন ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাগজ ঃ

নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্জ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 1000 লেখা আছে এবং জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্জ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ

উপরের ডানদিকের কোণায় (Optically Variable Ink) OVI অংশে 1000 লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সূতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও '১০০০ টাকা' লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '১০০০ টাকা' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে।

ইন্টাগ্লিও লাইন ঃ

নোটের ডান দিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগ্লিও কালিতে ৭ টি সমান্তরাল লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

নিরাপত্তা সূতার বাম পাশে খালি চোখে পরপর ২ টি সরলরেখা দেখা যাবে, যেগুলোর একটিতে '1000 TAKA' এবং অন্যটি 'BANGLADESH BANK' পুন:পুন: মুদ্রিত আছে। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ

নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৫টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

পশ্চাদপট (Background) মুদ্রণ ঃ

নোটের সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

নোটের সাইজ ১৫০ x ৭০ মিলিমিটার।

নোটের পিছন ভাগ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতীয় সংসদ ভবন মুদ্রিত আছে যা হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে।

ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইরিডিসেন্ট ব্যান্ড বা স্ট্রাইপে BANGLADESH BANK লেখা আছে; নোটটি নাড়াচড়া করলে এর রং পরিবর্তন হয়।

নোটের উভয় পীঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ১০০০, ইংরেজী 1000 , মধ্যভাগের লেখা, পেছনে সংসদ ভবন ও বর্ডার) ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features

আসল ব্যাংকনোট চিনে নিন

রং পরিবর্তনশীল কালি

বর্তমানে ৫০০ টাকা মূল্যমানের প্রমিতাকারের (ছোট আকারে) রং পরিবর্তনশীল কালি (OVI) দ্বারা মুদ্রিত দুই ধরনের নোট প্রচলনে আছে। তন্মধ্যে এক ধরনের নোটে **'পাঁচশত টাকা'** লেখার উপর সরাসরি তাকালে মেজেন্টা (লালচে রং) এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। অন্য ধরনের প্রমিতাকারের ৫০০ টাকা নোটের '৫০০' লেখার উপরের অংশে সরাসরি তাকালে সোনালী রং এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। কিন্তু নকল টাকায় এভাবে রং পরিবর্তন হবে না।

উভয়দিক হতে দেখা

নোটের উভয় দিকে একই স্থানে স্বচ্ছভাবে 'B' আকৃতি আছে যা আলোর বিপরীতে হুবহু একই জায়গায় ছাপা দেখা যাবে। নকল টাকায় এরূপ মুদ্রণ বেশ কঠিন হবে।

অসমতল ছাপা

বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা অসমতল অনুভূত হয়; কিন্তু নকল নোটের ছাপা মসৃণ ও সমতল যা আসল নোটের মত হাতের স্পর্শে অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু

বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা চারটি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাত দিয়ে সহজেই অসমতল বা উঁচু-নীচু অনুভব করা যায়। কিন্তু নকল নোটে তা আসল নোটের মত অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

নোটের সাইজঃ ১৫২ X ৬৫ মিলিমিটার

জলছাপ

আসল নোটে 'বাঘের মাথা' এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এর জলছাপ রয়েছে। ব্যাংকের মনোগ্রামটি বাঘের মাথার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। উভয়ই আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। তবে নকল নোটে জলছাপ অস্পষ্ট ও নিম্নমানের লক্ষ্য করা যাবে।

এপিঠ - ওপিঠ ছাপা

নোটের বাম ও ডান প্রান্তে ফুলের নকশা নোটের উভয় পিঠে হুবহু একই স্থানে ছাপানো যা আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। নকল / জাল নোটে উভয় দিকে এই নকশা মিলানো বেশ কঠিন হবে।

সীমানা বর্জিত ছাপা

নোটটির চারিদিকে কোন সাদা বর্ডার না রেখে বিশেষ ডিজাইনে ছাপানো। ফলে নোটটি মোড়ানো হলে বিপরীত দিকের প্রান্তের নকশা মিলে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। নকল নোটে এরূপ মিলানো বেশ কঠিন হবে।

লুকানো ছাপা

এখানে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '500' মুদ্রিত আছে যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কৌণিকভাবে তাকালেই দেখা যাবে। নকল নোটে এরূপ দেখা যাবে না।

অতি ছোট আকারের লেখা

'BANGLADESH BANK' লেখাটি অতি ছোট আকারে বারবার লেখা আছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। শুধু আতশী কাচ (Magnifying Glass) দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে নকল নোটে আতশী কাচ (Magnifying Glass) দ্বারা দেখলে শুধু একটি রেখা দেখা যাবে। আসল টাকার মত এতক্ষুদ্র 'BANGLADESH BANK' লেখাটি পাওয়া যাবে না।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা

৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি নোটের সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে। কিন্তু নোটের পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতায় বিভিন্ন রং পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে নোটের উভয় দিক হতে সুতাটিতে 'বাংলাদেশ' লেখা শব্দটি উল্টা ও সোজাভাবে সম্পূর্ণ পড়া যাবে। কিন্তু নকল নোট নাড়াচাড়া করলে সুতার রং আসল নোটের মত পরিবর্তন হবে না এবং সুতায় লেখা 'বাংলাদেশ' শব্দটি আলোর বিপরীতে সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যাবে না বা পড়া যাবে না।

পশ্চাদপট মুদ্রণ

নোটের উভয় পিঠে মূল নকশার পশ্চাদপটে ফুল-পাতা সম্বলিত সুক্ষ্ম লাইন এর সাথে ইংরেজীতে '500' ও বাংলায় '৫০০' লেখা মুদ্রিত আছে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত

৫০০ টাকার নতুন ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাগজ ঃ

নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্জ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 500 লেখা আছে এবং জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্জ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ

উপরের ডানদিকের কোণায় (Optically Variable Ink) OVI অংশে 500 লেখাটি সরাসরি তাকালে লালচে এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সূতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও '৫০০ টাকা' লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '৫০০ টাকা' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে।

ইন্টাগ্লিও লাইন ঃ

নোটের ডান দিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগ্লিও কালিতে ৭ টি সমান্তরাল লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

নিরাপত্তা সুতার বাম পাশে খালি চোখে ১টি সরলরেখা দেখা যাবে, যাতে 'BANGLADESH BANK' পুন: পুন: মুদ্রিত। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ

নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৪টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '৫০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

পশ্চাদপট (Background) মুদ্রণ ঃ

নোটের সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

নোটের পিছন ভাগ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে বাংলাদেশের কৃষি কাজের দৃশ্য মুদ্রিত আছে যা হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে।

নোটের সাইজ ১৫২ x ৬৫ মিলিমিটার।

নোটের উভয় পীঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ৫০০, ইংরেজী 500 , মধ্যভাগের লেখা, পেছনে কৃষি কাজের দৃশ্য ও বর্ডার) ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features

২০০ টাকা মূল্যমান স্মারক ব্যাংক নোটের ডিজাইন ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

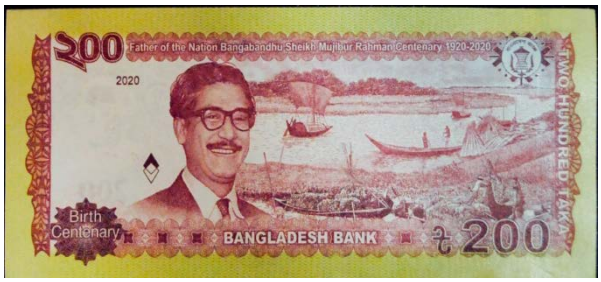

১০০% কটন কাগজে মুদ্রিত এবং ইউভি কিউরিং ভার্নিশযুক্ত(UV Curing Varnish) গভর্নর ফজলে কবির স্বাক্ষরিত ২০০ টাকা মূল্যমান স্মারক ব্যাংক নোটটির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৬মিমি × ৬৩ মিমি। স্মারক ব্যাংক নোটটির সম্মুখভাগের বামপাশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে নোটের মূল্যমান '৳২০০' ও '200' ডিজাইন হিসেবে মুদ্রিত রয়েছে। এছাড়া, নোটের উপরের অংশে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ ১৯২০-২০২০', উপরে ডানদিকে কোণায় ইংরেজিতে মূল্যমান '200' ও ডানদিকে নিচে কোণায় বাংলায় মূল্যমান '৳২০০' লেখা রয়েছে।

নোটের পেছনভাগে ডানদিকে গ্রামবাংলার বহমান নদী ও নদীর পাড়ের দৃশ্য (নদীর বুকে নৌকা, পাড়ে পাটক্ষেত ও নৌকায় পাট বোঝাইয়ের দৃশ্য) এবং এর বামপাশে বঙ্গবন্ধুর যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের একটি ছবি মুদ্রিত রয়েছে। নোটের উপরিভাগে ইংরেজিতে 'Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Centenary 1920-2020' এবং নিচে বামদিকে কোনায় 'Birth Centenary' লেখা রয়েছে। নোটের উপরে বামকোণে বাংলায় মূল্যমান '২০০' ও ডানকোণে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এবং নিচে ডানদিকে কোণে ইংরেজিতে মূল্যমান '৳200' লেখা রয়েছে।

নোটটির সম্মুখভাগে বামপাশে ৪ মিমি চওড়া Kinetic Starchrome® Thread নামক নিরাপত্তা সুতা সংযোজন করা হয়েছে যাতে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এবং '২০০ টাকা' খচিত রয়েছে এবং নোটটি নড়াচড়া(Tilt) করলে নিরাপত্তা সুতার রং লাল হতে সবুজ রংয়ে পরিবর্তিত হয় এবং এতে সোনালী বার ইফেক্ট দেখা যায়। এছাড়া নোটের ডানদিকে কোনায় ইংরেজিতে মুদ্রিত '200' মূল্যমানটি উন্নতমানের নিরাপত্তা কালি (SPARK) দ্বারা মুদ্রিত; যাতে নোটটি নড়াচড়া করলে এর রং সোনালী থেকে সবুজ রংয়ে পরিবর্তিত হয় এবং একটি উজ্জল বার উপর থেকে নীচে উঠানামা করে।

স্মারক ব্যাংক নোটটিতে জলছাপ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি', '200' এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' রয়েছে। বাজারে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাংক নোটের ন্যায় ২০০ টাকা মূল্যমান এ স্মারক ব্যাংক নোটটিতে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইন্টাগ্লিও কালির অসমতল ছাপা (সম্মুখভাগে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, বাংলাদেশ ব্যাংক, পেছনভাগে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, বহমান নদীর দৃশ্য ইত্যাদি), লুকানো ছাপা, মাইক্রোপ্রিন্ট, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩টি ত্রিভুজ, ইউভি ফাইবার ইত্যাদি রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০ টাকা মূল্যমান স্মারক ব্যাংক নোটটি অন্যান্য ব্যাংক নোটের ন্যায় দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া, মুদ্রা সংগ্রাহকদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে ২০০ টাকা মূল্যমান স্মারক ব্যাংক নোটটির নিয়মিত নোটের পাশাপাশি ২০০ টাকা মূল্যমান নমুনা (Specimen) স্মারক ব্যাংক নোট(যা বিনিময়যোগ্য নয়) মুদ্রণ করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিস এবং টাকা জাদুঘর, মিরপুর হতে নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

আসল ব্যাংকনোট চিনে নিন

১ জলছাপ:

আসল নোটে 'বাঘের মাথা' এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এর জলছাপ রয়েছে। ব্যাংকের মনোগ্রামটি বাঘের মাথার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। উভয়ই আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। তবে নকল নোটে জলছাপ অস্পষ্ট ও নিম্নমানের লক্ষ্য করা যাবে।

২ অসমতল ছাপা:

বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা অসমতল অনুভূত হয়; কিন্তু নকল নোটের ছাপা মসৃণ ও সমতল যা আসল নোটের মত হাতের স্পর্শে অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

৩ অন্ধদের জন্য বিন্দু:

বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা তিনটি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাত দিয়ে সহজেই অসমতল বা উঁচু-নীচু অনুভব করা যায়। কিন্তু নকল নোটে তা আসল নোটের মত অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

৪ রং পরিবর্তনশীল কালি:

বর্তমানে ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রমিতাকারের (ছোট আকারে) রং পরিবর্তনশীল কালি (OVI) দ্বারা মুদ্রিত দুই ধরনের নোট প্রচলনে আছে। তন্মধ্যে এক ধরনের নোটে **'100'** লেখার উপর সরাসরি তাকালে সোনালী রং এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। অন্য ধরনের প্রমিতাকারের ১০০ টাকা নোটের **'100'** লেখার উপরের অংশে সরাসরি তাকালে মেজেন্টা (লালচে রং) এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। কিন্তু নকল টাকায় এভাবে রং পরিবর্তন হবে না।

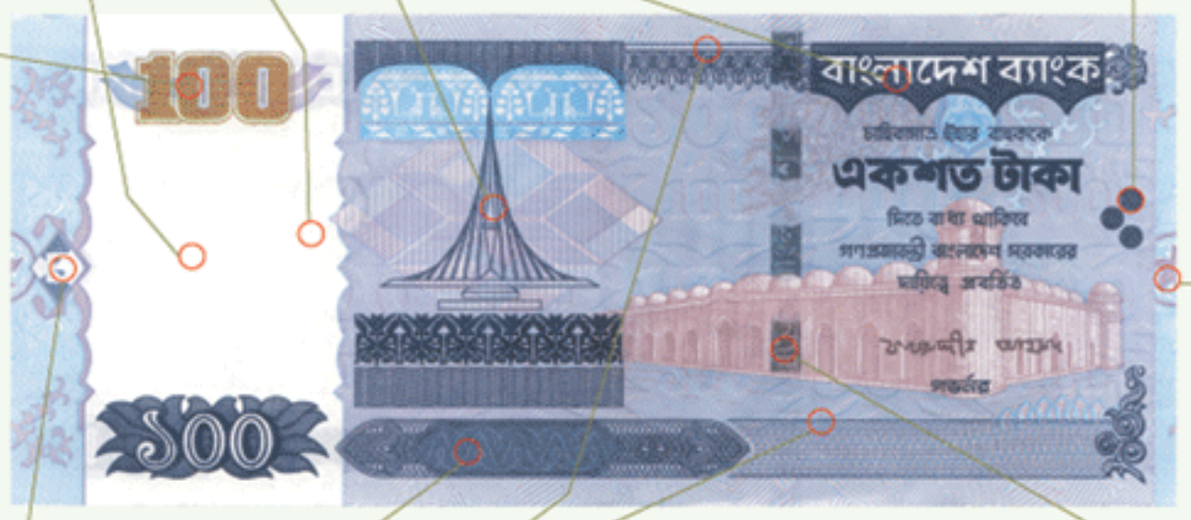

নোটের সাইজঃ ১৫২ X ৬৫ মিলিমিটার

৫ এপিঠ-ওপিঠ ছাপা:

নোটের বাম ও ডান প্রান্তে ফুলের নকশা নোটের উভয় পিঠে হুবহু একই স্থানে ছাপানো যা আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। নকল বা জাল নোটে উভয়দিকে এই নকশা মেলানো বেশ কঠিন হবে।

৬ উভয়দিক হতে দেখা:

নোটের উভয় দিকে একই স্থানে স্বচ্ছভাবে 'B' আকৃতি আছে যা আলোর বিপরীতে হুবহু একই জায়গায় ছাপা দেখা যাবে। নকল টাকায় এরূপ মুদ্রণ বেশ কঠিন হবে।

৭ অতি ছোট আকারের লেখা:

'BANGLADESH BANK' লেখাটি অতি ছোট আকারে বারবার লেখা আছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। শুধু আতশী কাচ (Magnifying glass) দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে নকল নোটে আতশী কাচ (Magnifying glass) দ্বারা দেখলে শুধু একটি রেখা দেখা যাবে; আসল টাকার মত এত ক্ষুদ্র 'BANGLADESH BANK' লেখাটি পাওয়া যাবে না।

৮ রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা:

৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে কিন্তু পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতায় বিভিন্ন রং এর পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে উভয়দিক হতে সুতাটিতে 'বাংলাদেশ' লেখা শব্দটি উল্টা ও সোজাভাবে সম্পূর্ণ পড়া যাবে। কিন্তু নকল নোট নাড়াচাড়া করলে সুতার রং আসল নোটের মত পরিবর্তন হবে না এবং সুতায় লেখা 'বাংলাদেশ' শব্দটি আলোর বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে না বা পড়া যাবে না।

৯ লুকানো ছাপা:

এখানে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় **'১০০'** মুদ্রিত আছে যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কৌণিকভাবে তাকালেই দেখা যাবে। নকল নোটে এরূপ দেখা যাবে না।

১০ সীমানা-বর্জিত ছাপা:

নোটটির চারিদিকে কোন সাদা বর্ডার না রেখে বিশেষ ডিজাইনে ছাপানো। ফলে নোটটি মোড়ানো হলে বিপরীত দিকের প্রান্তের নকশা মিলে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। নকল নোটে এরূপ মিলানো বেশ কঠিন হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত

১০০ টাকার নতুন ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাগজ ঃ

নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্জ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 100 লেখা আছে এবং জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্জ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ

উপরের ডানদিকের কোণায় (Optically Variable Ink) OVI অংশে 100 লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও '১০০ টাকা' লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '১০০ টাকা' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে।

ইন্টাগ্লিও লাইন ঃ

নোটের ডান দিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগ্লিও কালিতে ৭ টি সমান্তরাল লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

নিরাপত্তা সুতার বাম পাশে খালি চোখে ১টি সরলরেখা দেখা যাবে, যাতে 'BANGLADESH BANK' পুন: পুন: মুদ্রিত। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ

নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৩টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

পশ্চাদপট (Background) মুদ্রণ ঃ

নোটের সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

নোটের পিছন ভাগ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে ঢাকার তারা মসজিদ মুদ্রিত আছে যা হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে।

নোটের সাইজ ১৪০ x ৬২ মিলিমিটার।

নোটের উভয় পীঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ১০০, ইংরেজী 100 , মধ্যভাগের লেখা, পেছনে তারা মসজিদ ও বর্ডার) ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features

৫০ টাকার ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

নোটের সম্মুখভাগ

নোটের পশ্চাৎভাগ

০১। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটটির আকার ১৩০×৬০ মিঃমিঃ;

০২। নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত;

০৩। নোটটিতে নিম্নোক্ত জলছাপ বিদ্যমানঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি;
- অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত নোটের মূল্যমান `50' এর ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে প্রদর্শিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম যা প্রতিকৃতির তুলনায় উজ্জ্বল ।

০৪। নোটের বামদিকে বিদ্যমান ২ মিঃমিঃ চওড়া নিরাপত্তা সুতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং '৫০ টাকা' একাধিকবার প্রদর্শিত আছে। নোটটি চিত করে ধরলে নিরাপত্তা সুতায় মনোগ্রামসহ নোটের মূল্যমান দেখা যাবে এবং কাত করে ধরলে তা কালো দেখা যাবে;

০৫। অন্ধদের বোঝার সুবিধার্থে নোটের ডানপাশে নিচের দিকে ২টি ছোট বৃত্তাকার ছাপ রয়েছে যা হাতের স্পর্শে অসমতল বা খসখসে অনুভূত হবে;

০৬। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে সরু সরলরেখাটিতে 'BANGLADESH BANK' লেখাটি একাধিকবার মুদ্রিত আছে যা আতশি কাচের সহায়তায় দেখা যাবে;

০৭। নোটের সম্মুখভাগে মাঝ বরাবর নিচের দিকের বর্ডারের ঠিক উপরে কালো অংশটিতে '৫০' মুদ্রিত আছে যা নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে দেখা যাবে;

০৮। নোটের বামপাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং মাঝখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হালকা রঙে মুদ্রিত;

০৯। নোটের নিম্নোক্ত অংশে হাতের স্পর্শে অসমতল/ খসখসে অনুভূত হবেঃ

- ডান হতে বামে কিছুটা হেলানো ৭টি সমান্তরাল লাইন;
- মধ্যভাগের লেখা;
- নোটের মূল্যমান ।

১০। নোটের পশ্চাৎভাগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত 'মই দেয়া' ছবি মুদ্রিত।

২০ টাকার ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

নোটের সম্মুখভাগ *নোটের পশ্চাৎভাগ*

০১। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটটির আকার ১২৭×৬০ মিঃমিঃ;

০২। নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত;

০৩। নোটটিতে নিম্নোক্ত জলছাপ বিদ্যমানঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি;
- অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত নোটের মূল্যমান `20' এর ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে প্রদর্শিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম যা প্রতিকৃতির তুলনায় উজ্জ্বল ।

০৪। নোটের বামদিকে বিদ্যমান ২ মিঃমিঃ চওড়া নিরাপত্তা সুতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং '২০ টাকা' একাধিকবার প্রদর্শিত আছে। নোটটি চিত করে ধরলে নিরাপত্তা সুতায় মনোগ্রামসহ নোটের মূল্যমান দেখা যাবে এবং কাত করে ধরলে তা কালো দেখা যাবে;

০৫। অন্ধদের বোঝার সুবিধার্থে নোটের ডানপাশে নিচের দিকে ১টি ছোট বৃত্তাকার ছাপ রয়েছে যা হাতের স্পর্শে অসমতল বা খসখসে অনুভূত হবে;

০৬। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে সরু সরলরেখাটিতে 'BANGLADESH BANK' লেখাটি একাধিকবার মুদ্রিত আছে যা আতশি কাচের সহায়তায় দেখা যাবে;

০৭। নোটের বামপাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং মাঝখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হালকা রঙে মুদ্রিত;

০৮। নোটের নিম্নোক্ত অংশে হাতের স্পর্শে অসমতল/ খসখসে অনুভূত হবেঃ

- ডান হতে বামে কিছুটা হেলানো ৭টি সমান্তরাল লাইন;
- মধ্যভাগের লেখা;
- নোটের মূল্যমান ।

০৯। নোটের পশ্চাৎভাগে ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি মুদ্রিত।

১০ টাকার ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

নোটের সম্মুখভাগ

নোটের পশ্চাৎভাগ

০১। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটটির আকার ১২৩×৬০ মিঃমিঃ;

০২। নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত;

০৩। নোটটিতে নিম্নোক্ত জলছাপ বিদ্যমানঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি;
- অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত নোটের মূল্যমান `10' এর ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে প্রদর্শিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম যা প্রতিকৃতির তুলনায় উজ্জ্বল ।

০৪। নোটের বামদিকে বিদ্যমান ২ মিঃমিঃ চওড়া নিরাপত্তা সুতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং '১০ টাকা' একাধিকবার প্রদর্শিত আছে। নোটটি চিত করে ধরলে নিরাপত্তা সুতায় মনোগ্রামসহ নোটের মূল্যমান দেখা যাবে এবং কাত করে ধরলে তা কালো দেখা যাবে;

০৫। অন্ধদের বোঝার সুবিধার্থে নোটের ডানদিকে উপরের কোনায় ১টি ছোট বর্গাকৃতির ছাপ রয়েছে যা হাতের স্পর্শে অসমতল বা খসখসে অনুভূত হবে;

০৬। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে সরু সরলরেখাটিতে 'BANGLADESH BANK' লেখাটি একাধিকবার মুদ্রিত আছে যা আতশি কাচের সহায়তায় দেখা যাবে;

০৭। নোটের বামপাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং মাঝখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হালকা রঙে মুদ্রিত;

০৮। নোটের নিম্নোক্ত অংশে হাতের স্পর্শে অসমতল/ খসখসে অনুভূত হবেঃ

- বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা বাংলাদেশ ব্যাংক;
- মধ্যভাগের লেখা;
- নোটের মূল্যমান ।

০৯। নোটের পশ্চাৎভাগে জাতীয় মসজিদের ছবি মুদ্রিত।

৫ টাকার নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

নোটের সম্মুখভাগ

নোটের পশ্চাৎভাগ

০১। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটটির আকার ১১৭×৬০ মিঃমিঃ;

০২। নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত;

০৩। নোটটিতে নিম্নোক্ত জলছাপ বিদ্যমানঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি;
- অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত নোটের মূল্যমান `5' এর ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে প্রদর্শিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম যা প্রতিকৃতির তুলনায় উজ্জ্বল ।

০৪। নোটের বামদিকে বিদ্যমান ২ মিঃমিঃ চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি নোটের কাগজের ভিতর প্রবিষ্ট যা আলোর বিপরীতে ধরে উভয় দিক হতে দেখা যাবে;

০৫। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে সরু সরলরেখাটিতে ‘BANGLADESH BANK' লেখাটি একাধিকবার মুদ্রিত আছে যা আতশি কাচের সহায়তায় দেখা যাবে;

০৬। নোটের বামপাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং মাঝখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হালকা রঙে মুদ্রিত;

০৭। নোটের পশ্চাৎভাগে নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদের ছবি মুদ্রিত।

২ টাকার নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

নোটের সম্মুখভাগ

নোটের পশ্চাৎভাগ

০১। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটটির আকার ১০০×৬০ মিঃমিঃ;

০২। নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত;

০৩। নোটটিতে নিম্নোক্ত জলছাপ বিদ্যমানঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি;
- অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত নোটের মূল্যমান `2' এর ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে প্রদর্শিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম যা প্রতিকৃতির তুলনায় উজ্জ্বল ।

০৪। নোটের বামদিকে বিদ্যমান ২ মিঃমিঃ চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি নোটের কাগজের ভিতর প্রবিষ্ট যা আলোর বিপরীতে ধরে উভয় দিক হতে দেখা যাবে;

০৫। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে সরু সরলরেখাটিতে 'BANGLADESH' লেখাটি একাধিকবার মুদ্রিত আছে যা আতশি কাচের সহায়তায় দেখা যাবে;

০৬। নোটের বামপাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং মাঝখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হালকা রঙে মুদ্রিত;

০৭। নোটের পশ্চাৎভাগে শহীদ মিনারের ছবি মুদ্রিত।